গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ-বছরের কার্যাবলী সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদনের

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আইনি কাঠামোর মধ্যে জনগণের তথ্য অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশনার জন্য নির্ধারিত হয়েছে। সে অনুযায়ী সদ্য অতিক্রান্ত অর্থ-বছরের কার্যাবলী সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন একটি নিয়মিত কার্যক্রম। ২০০৮-২০০৯ এবং ২০০৯-২০১০ সালের প্রতিবেদন বিগত বছরে একসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল। ২০১০-২০১১ এবং ২০১১-২০১২ এর প্রতিবেদন এ বছর একসঙ্গে প্রকাশ করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন অনুবিভাগ /অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/ সংস্থাসমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও সংকলিত করে এই বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতিবেদনে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক, শৃংখলা, আর্থিক, অবকাঠামোগত ও সামাজিক উন্নয়ন, মানবসম্পদ, স্বাস্থ্যসেবা ও জনকল্যাণধর্মী কার্যক্রম সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে।

২। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ৮টি অনুবিভাগ ও ৮টি সংস্থা রয়েছে। মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ সংস্থাগুলোর অনুমোদিত পদ ১,৮৯,০৬৮টি, এর মধ্যে শূন্য পদ ৩২,৮৯০টি । শূন্যপদ পূরণ করার জন্য প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের বছর ভিত্তিক সংরক্ষিত পদ ৭৩,৪৭৩টি যা রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে । ২০১০- ১১ অর্থবছরে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারে ৫৭৯ টি পদ এবং অন্যান্য ৬১৩টি পদ মিলিয়ে মোট ১১৯২টি রাজস্ব খাতের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারে ৪০৫টি পদ এবং অন্যান্য ২৩৪টি পদ মিলিয়ে মোট ৬৩৯টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

৩। ২০১০-১১ সালে পুঞ্জীভূত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ছিল ৪৮৯টি, নিষ্পত্তি হয়েছে ২৩৩টি। ২০১১-১২সালে পুঞ্জীভূত বিভাগীয় মামলা ছিল ৪০০টি, নিষ্পত্তি হয়েছে ১৯৭টি। বিভাগীয় মামলা দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তির স্বার্থে সরকারি কর্ম কমিশনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করে কমিশনের মতামত প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হচ্ছে। বিভাগীয় মামলার ডাটাবেজ তৈরি করে দ্রুত তথ্য প্রাপ্তি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। ২০১১-১২সাল পর্যন্ত মন্ত্রণালয়ের পুঞ্জীভূত রিট পিটিশনের সংখ্যা ৯৩২টি, কনটেম্পট পিটিশনের সংখ্যা ০৪টি, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল/আপীল ট্রাইব্যুনালে মামলার সংখ্যা ২৩৮টি এবং দেওয়ানি মামলার সংখ্যা ১২৬টি। এত অধিক সংখ্যক মামলা নিষ্পত্তি দ্রুততর করার জন্য একটি আইন সেল গঠন করা প্রয়োজন যা আইন অধিশাখার পরিকল্পনায় রয়েছে। চলমান মামলা সমূহের উপর একটি ডাটাবেজ তৈরি প্রক্রিয়াধীন আছে।

৪। ২০১১-১২ সালে মোট পুঞ্জীভূত অডিট আপত্তির সংখ্যা ১২,৫৪৪টি, জড়িত টাকার পরিমাণ ২,৯৪৬.৭৪ কোটি। নিষ্পত্তির সংখ্যা ৬৫৪টি, জড়িত টাকার পরিমাণ ১৮৯.৬৪ কোটি। ২০১০-১১ অর্থ-বছরে মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের ২০ (বিশ) জন কর্মকর্তাকে আহবায়ক করে ত্রিপক্ষীয় অডিট কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটি কর্তৃক অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০১১-১২ অর্থ-বছরে পাবলিক একাউন্টস (পিএ) কমিটির রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ১৯৯৫-৯৮/৯৯ অর্থ বছরে এমএসআর খাতে

সংঘটিত অনিয়মের বিষয়ে তদন্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত ৩৮টি সিভিল সার্জন কার্যালয়ের তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে কর্মকর্তাদের পেনশন/আনুতোষিক হতে ইতোমধ্যে ৫৯,৯৩,৯৫০/১৪ (উনষাট লক্ষ তিরানব্বই হাজার নয়শত পঞ্চাশ টাকা চৌদ্দ পয়সা) টাকা কর্তন/স্থগিত সাপেক্ষে অডিট ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে এবং মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/সিভিল সার্জন অফিস/কার্যালয়সমূহে আদায়যোগ্য অর্থ আদায়ের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বৈদেশিক সাহয্যপুষ্ট নিরীক্ষা অধিদপ্তর (ফাপাড) কর্তৃক ২০১০-১১ বৎসরের নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উত্থাপিত অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল-১৬টি, জড়িত টাকার পরিমান-২,৫৮৪.৫৬ লক্ষ টাকা, নিষ্পত্তির সংখ্যা-২টি সম্পূর্ণ ও ১টি আংশিক, জড়িত টাকার পরিমান-৭৪৭.১২ লক্ষ টাকা, অনিষ্পন্ন আপত্তির জড়িত টাকার পরিমান ১,৮৩৭.৪৪ লক্ষ টাকা। এ আপত্তির ব্রডশিট জবাব মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে ফাপাড কার্যালয়ে নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াধীন আছে। ২০১১-২০১২ অর্থ-বছরের বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের নিরীক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

৫। ২০১০-১১ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের অনুন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ছিল ৪,৯০১ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা। ব্যয় হয়েছে ৪,৭৫৩ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৯৭%। ২০১১-১২ অর্থবছরে অনুন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ছিল ৫,১৩৩ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা। ব্যয় হয়েছে ৪,০০৬ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। মোট ব্যয় বরাদ্দের ৭৮%। ২০১০-১১ অর্থবছরে বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ভূক্ত চলমান বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ১৪টি, চলমান কারিগরি প্রকল্প ছিল ৪টি ও জেডিসিএফ প্রকল্প ৪টি, মোট বরাদ্দ ছিল ২,৭৩৫.৫২ কোটি টাকা। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে জুন, ২০১১ পর্যন্ত ব্যয়ের পরিমান ছিল ২,৫৪০.১৮ কোটি টাকা যা সংশোধিত বরাদ্দের ৯৩%। ২০১১-১২ অর্থ-বছরে HPNSDP সহ ১৯টি বিনিয়োগ প্রকল্প, ১টি জেডিসিএফ এবং ৩টি চলতি কারিগরি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। ২০১১-১২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দের পরিমান ছিল ৩,০৩৫.৫৫ কোটি টাকা। ব্যয়ের পরিমান জুন/১২ পর্যন্ত ২,৬৬১.৬৩ কোটি টাকা যা সংশোধিত বরাদ্দের ৮৭%। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২০১১-২০১২ অর্থ-বছরে বরাদ্দের পরিমান বাড়লেও নতুন সেক্টর প্রোগ্রাম শুরু হওয়া এবং অর্থছাড়ে বিলম্বের কারণে বাস্তবায়নের হার কিছুটা কম হয়েছে।

৬। বিভিন্ন প্রাকৃতিক,সামাজিক,রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করে বাংলাদেশ বিগত কয়েক বছরে স্বাস্থ্য খাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। শিশু মৃত্যু বর্তমানে ৫৩ প্রতি হাজার জীবিত জন্মে যা সম্ভব হয়েছে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি, শিশু রোগের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা, ডায়রিয়া এবং শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণজনিত রোগের সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে। শিশুস্বাস্থ্য উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ ও অগ্রগতি সন্তোষজনক হওয়ায় জাতিসংঘ কর্তৃক বাংলাদেশ পুরস্কৃত হয়েছে এবং দেশের পক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুরস্কারটি গ্রহণ করেছেন। মাতৃমৃত্যু হ্রাসে বর্তমান সরকার প্রভূত উন্নতি লাভ করেছে এবং কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে তৎপর রয়েছে। ২০১০ সাল নাগাদ মাতৃমৃত্যু প্রতি লাখে ১৯৪ এ নেমে এসেছে ২০০১ সালেও যা ছিল ৩২০। দরিদ্র মহিলাদের নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত করার জন্য ১৮টি উপজেলায় মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম এবং ২০টি উপজেলায় জরুরি প্রসূতি সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বর্তমানে ৫৩টি উপজেলায় মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম এবং ১৫২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জরুরি প্রসূতি সেবা চালু রয়েছে। এছাড়াও ৫৯টি জেলা হাসপাতাল, ৭০টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এবং সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জরুরি প্রসূতি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। জন্মহার হ্রাস, নারীশিক্ষা, বিবাহের বয়সবৃদ্ধি ইত্যাদি সামাজিক অগ্রগতির পাশাপাশি জরুরি প্রসূতি সেবা কার্যক্রম মাতৃমৃত্যু হ্রাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। তবে এক্ষেত্রে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ১৪৩ পৌঁছানোর জন্য আগামী ৩ বছরে বর্তমান কর্মসূচি আরও জোরদার করতে হবে।

৭। জনসংখ্যার আধিক্য বাংলাদেশের জন্য গুরুতর একটি সমস্যা যদিও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। মহিলা প্রতি গড় সন্তান গ্রহণ ২০০১ সালে ৩.২ হতে হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ২.৩ এ দাঁড়িয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক শিক্ষামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করার কারণে উল্লিখিত উন্নতি সাধন হয়েছে। তবে স্বাস্থ্য সেবার ক্রমাগত উন্নতি বিশেষ করে সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ এবং ক্যান্সার, হৃদরোগের মত অসংক্রামক রোগের উন্নত চিকিৎসা, পুষ্টি এবং খাদ্য নিরাপত্তা, জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের কারণে গড়আয়ু বেড়ে যাওয়ায় বয়স্ক জনগোষ্ঠি বৃদ্ধি পাচ্ছে যা সরকারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

৮। স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ ও পুষ্টি কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে ২০১১-১৬ মেয়াদে ৫৬,৯৯৩.৫৪ (ছাপ্পান্ন হাজার নয়শত তিরানব্বই) কোটি টাকা ব্যয় প্রস্তাব সম্বলিত Health Population & Nutrition Sector Development (HPNSDP) শীর্ষক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হ'ল জনগণ বিশেষ করে মহিলা, শিশু ও সুবিধাবঞ্চিতদের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেবা প্রাপ্তির চাহিদা বৃদ্ধি, কার্যকর সেবা প্রাপ্তি সহজলভ্যকরণ এবং স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেবাসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস, রোগের প্রাদুর্ভাব ও মৃত্যুহার হ্রাস এবং পুষ্টি মান বৃদ্ধি করা। এই লক্ষ্যে তিনস্তর বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কমিউনিটি পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সমূহকে শক্তিশালী করা হচ্ছে। এইচপিএনএসডিপি'র উল্লেখযোগ্য নতুন দিকগুলো হচ্ছে-

- মাতৃ, নবজাতক ও শিশু মৃত্যু হ্রাস করাকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদানের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর অধীনে একটি নতুন অপারেশনাল প্ল্যান বাস্তবায়ন করা ।
- জন্ম নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করার লক্ষ্যে স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ জোরদার, পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদা (unmet need) পূরণসহ এলাকা ও লক্ষ্য ভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা সেবা কার্যক্রম জোরদার করা।
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমের মাধ্যমে পুষ্টি সেবাকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করে সারাদেশে পুষ্টি কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা।
- কমিউনিটি ক্লিনিকসহ সকল স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা (ই-হেলথ্) চালু করা।

এই কর্মসূচির আওতায় মোট উন্নয়ন বরাদ্দের শতকরা ৬১.২৯ ভাগ উন্নয়ন সহযোগীরা প্রদান করবে।

৯। গ্রামীণ জনগণের দোরগোড়ায় একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজ এর মাধ্যমে সমন্বিত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৯৮-২০০১ সালে ১০,৭২৩টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মিত হয়। যার মধ্যে প্রায় ৮,০০০টি চালু করা হয়েছিল। কিন্তু ২০০২-২০০৮ সাল মেয়াদে কমিউনিটি ক্লিনিক হতে সেবাদান কাযর্ক্রম কার্যতঃ বন্ধ থাকে। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর কমিউনিটি ক্লিনিক পুনরুজ্জীবিতকরণের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে পাঁচ বৎসর মেয়াদি (২০০৯-২০১৪) "রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ্ কেয়ার ইনিশিয়েটিভস্ ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন করেছে। প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে বিদ্যমান ১০,৬২৪টি কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামতপূর্বক চালু করা, ২,৮৭৬টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করা ও ১৩,৫০০ জন কমিউনিটি হেলথ্ কেয়ার

প্রোভাইডার নিয়োগ প্রদান করা। ইতোমধ্যে ১৩,২৪০ জন কমিউনিটি হেলথ্ কেয়ার প্রোভাইডার নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ২০১০-১১ এবং ২০১১-১২ অর্থবছরে ১,৫০৫টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয়। তম্মধ্যে ১,২১৭টি নির্মিত হয়েছে। অবশিষ্টগুলির নির্মাণ অগ্রগতি ৯৭%। বতর্মানে সারাদেশে ১১,৮১৬টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে যাচ্ছে। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে ৯১ কোটির টাকার ২৫ রকমের ঔষধ সরবরাহ করা হয় । ২০১০-২০১১ অর্থ-বছরে বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ১২৮কোটি টাকার ২৯ রকমের ঔষধ কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে সরবরাহ করা হয়েছে।

১০। ইউনিয়ন এবং উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণের জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে ১টি করে এ পর্যন্ত ৩,৮৮১ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং ৪২১টি উপজেলায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে ২৭২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ হয়েছে। মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও জেলা হাসপাতালে প্রায় ২,০০০ শয্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। হাসপাতাল গুলিতে আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহসহ বিগত দুই অর্থবছরে ৮৭টি অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হয়েছে। কুর্মিটোলা ৫০০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল নির্মাণ সম্পন্ন করে চালু করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করছেন। এছাড়া খিলগাঁও ৫০০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। অচিরেই সেটি চালু করা হবে।

১১। হাসপাতাল সেবা উন্নীত করার জন্য ২০১০-১১ সালে ৭৯৪জন এবং২০১১-১২ সালে ৫৬১জন চিকিৎসক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এদের সকলকেই পল্লী অঞ্চলে পদায়ন করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ জনবল তৈরির মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে সকল জেলা ও উপজেলা হাসপাতালে চিকিৎসক পদায়ন করা হচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রাসরণ ও চিকিৎসা জনশক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪টি নতুন মেডিকেল কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করাসহ পুরাতন মেডিকেল কলেজগুলোতে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া ১,৭৪৭জন নার্স নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং আরও ৭,০০০ চিকিৎসক ৫,০০০ নার্স ও ৩,০০০ মিডওয়াইফ নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। তিন বছর মেয়াদি মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করা হয়েছে। ৪,৬১৪ জন চিকিৎসককে উচ্চতর পদে এবং উচ্চতর স্কেলে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। সিনিয়র স্টাফ নার্সদের পদমর্যাদা বৃদ্ধি করে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য ২৩জন নার্সকে এমএসসি এবং ৫জন নার্সকে পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়নের জন্য বিদেশে পাঠানো হয়েছে।

১২। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ব্যাপক জনসচেতনতা তৈরিতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার সাথে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে গতিশীল করার লক্ষ্যে ২০১১-১২ অর্থ-বছরে বিটিভি, বেসরকারি টিভি চ্যানেল, বেসরকারি এফএম রেডিও চ্যানেল, এভি ভ্যানের মাধ্যমে নাটক, শর্ট ফিল্ম, টিভি স্পট, রেডিও বার্তা, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও পল্লীগান, বিলবোর্ড, নিয়ন সাইন এর মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নিম্ন অগ্রগতি সম্পন্ন এলাকায় সেমিনার, কর্মশালা ও গণ উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল প্রচারণামূলক কার্যক্রমের সহায়তায় অধিক জনসংখ্যার কুফল ও পরিকল্পিত পরিবার গঠন সম্পর্কিত তথ্য প্রদানের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১১-২০১২ অর্থ-বছরে পরিবার পরিকল্পনার স্থায়ী পদ্ধতি (পুরুষ ও মহিলা)

গ্রহণকারীর সংখ্যা ৩২,০০০, দীর্ঘ মেয়াদি পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা: আইইউডি ২৭,০০০ এবং ইমপ্ল্যান্ট ২৫,০০০। ২০১১-১২ অর্থ-বছরে ৭০টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, এমসিএইচটিআই এবং এমএফএসটিসি থেকে ২,৩২,১৬১জন মাকে প্রসবপূর্ব সেবা, ৫৯,৭৩৬জন মাকে প্রসবোত্তর সেবা, ৩৪,৬৯৭জন মাকে প্রসব সেবা, ৮,১৭১ জন মাকে সিজারিয়ান অপরেশনের মাধ্যমে প্রসব সেবা প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া ৫ বছরের নিচে ৩,০৮,৯২৮ জন শিশুকে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়েছে। ২০১৩ সাল পর্যন্ত জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রীসমূহ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী, ঔষধ ও এমএসআর ক্রয় বাবদ ৩৭৪ কোটি ১২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এই খাতে বিগত অর্থ বছরের তুলনায় বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৩। জাতীয় পুষ্টিসেবা (এনএনএস) কার্যক্রম সারাদেশে মূলধারার সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মাধ্যমে দেশব্যাপী পুষ্টিসেবা প্রদান করছে। কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে সেবা প্রদান বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ অতিদ্ররিদ্র জনগোষ্ঠিসহ সর্বস্তরের জনগণকে প্রত্যাশিত সেবা প্রদান করা হচ্ছে। জনগণের দোরগোড়ায় মানসম্মত পুষ্টিসেবা পৌঁছানোর জন্য কমিউনিটি ক্লিনিককে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে বিরাজমান ভিটামিন 'এ' এর অভাবজনিত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য ধরে রাখার জন্য গত ২ জুন জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন-২০১২ এর মাধ্যমে সারাদেশে ৬ থেকে ১১ মাস বয়সী শিশুদের ১টি করে নীল রঙের ক্যাপসুল (১,০০,০০০ আইইউ) এবং ১ থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের ১টি করে লাল রঙের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল (২,০০,০০০ আইইউ) খাওয়ানো হয়েছে। উল্লেখ্য ৬ থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদের মধ্যে ভিটামিন 'এ' খাওয়ানোর হার ৯৫% এর উপরে উন্নীত হয়েছে। আয়রনের অভাবজনিত রক্ত স্বল্পতার মাত্রা সহনীয় পর্যায়ে আনতে এনএনএস নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ২০১১-১২ সালে মোট ৩২ কোটি ৩০ লক্ষ আয়রন ফলিক বড়ি দেশব্যাপী স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৯ কোটি ৩০ লাখ বড়ি কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রদান করা হয়েছে।

১৪। সাধারণ জনগণের চাহিদা ও ক্রয় ক্ষমতার উপর লক্ষ্য রেখে ঔষধ শিল্পকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। দেশীয় চাহিদার প্রায় ৯৭ ভাগেরও বেশী ঔষধ বর্তমানে স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন হচ্ছে। ঔষধ শিল্পে অগ্রগতি ও উৎপাদিত ঔষধ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হওয়ায় বর্তমানে দেশে উৎপাদিত ১৮৭ ব্রান্ডের বিভিন্ন প্রকার ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের ৮৭টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। ২০১১ সালে ৪৮০ কোটি টাকার ঔষধ রপ্তানি হয়েছে। ২০১২ সালের জুন পযর্ন্ত প্রায় ২০০ কোটি টাকার ঔষধ রপ্তানি হয়েছে। ঔষধ শিল্পের মানোন্নয়নের জন্য ঢাকার মহাখালীতে আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক ড্রাগ টেষ্টিং ল্যাবরেটরী ও ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে উৎপাদিত ঔষধের বেশির ভাগ কাঁচামাল বিদেশ হতে আমদানি করা হয়। ঔষধ শিল্পের সামগ্রিকভাবে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার লক্ষ্যে এবং কাঁচামাল সহজলভ্য ও সুলভ করার উদ্দেশ্যে ঢাকার অদূরে গজারিয়ায় একটি একটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট (এপিআই) পার্ক স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালায়ের রাজস্ব আয়ের অন্যতম খাত। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে এই খাতে ৫,৪২,৭৫,০০০ টাকা ও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ৮,৫৪,৮৯,১৪৯ টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। বিনিয়োগ ও সক্ষমতা বাড়িয়ে এটি আরও বাড়ানো সম্ভব হবে।

১৫। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য সকল জেলা ও উপজেলা হাসপাতালে (মোট ৪৮২টি হাসপাতাল) মোবাইল ফোন স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম চালু হয়েছে। জনগণ এখন মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা পেতে পারছেন। তাছাড়া মোবাইল ফোনে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে জানতে পারছেন এবং তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছেন। সারাদেশে ৮টি হাসপাতালে টেলিমেডিসিন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে এর দ্বারা গ্রামীণ জনগোষ্ঠি বিশেষায়িত হাসপাতালের চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারছেন। ৮০০টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানকে কম্পিউটার সরবরাহ করাসহ ইন্টারনেট সার্ভিসের আওতায় আনা হয়েছে। প্রতিটি উপজেলায় ভিডিও কনফারেন্সিং চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে যে কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ড তাৎক্ষণিকভাবে মনিটরিং করা সম্ভব হচ্ছে। মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে অনলাইন ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। ক্রয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রমকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের সংগ্রহ ও সরবরাহ চেইন ব্যবস্থাপনা ওয়েব পোর্টাল চূড়ান্ত করা হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সংগ্রহ ও সরবরাহ প্রক্রিয়া অনলাইনে পরিবীক্ষণ এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্রয় ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রকিউরমেন্ট এন্ড লজিস্টিক ম্যানেজমেন্ট সেল গঠন করা হয়েছে।

১৬। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর (স্বাস্থ্য উইং) নিয়োজিত রয়েছে। এর মধ্যে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব প্রকৌশল সংস্থা। অবকাঠামো উন্নয়ন খাত শক্তিশালী ও গতিশীলকরণের জন্য প্রাক্তন সিএমএমইউ-কে ২০১০ সালে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়েছে। স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ১০০ শয্যা পর্যন্ত হাসপাতাল, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নার্সিং ইনস্টিটিউট ও কলেজ এবং মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতাল, জাতীয় পর্যায়ের হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল ও অন্যান্য স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। অন্যদিকে গণপূর্ত অধিদপ্তর ১০০ শয্যা ও তদুর্ধ্ব হাসপাতাল, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নার্সিং ইনস্টিটিউট ও কলেজ এবং জাতীয় পর্যায়ের হাসপাতাল ও বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে থাকে। ২০১১-২০১২ সালে ভৌত অবকাঠামোর নির্মাণ খাতে বরাদ্দ ছিল ৩৩৪ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা, ব্যয় হয়েছে ৩২২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। ব্যয়ের পরিমাণ ৯৭%।

১৭। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে গতিশীল ও যুগোপযোগী করার জন্য জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা ২০১১ (সংশোধিত) প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি/বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ভর্তি নীতিমালা ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা/প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত প্রেষণ নীতিমালা ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে। মানবদেহে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংযোজন আইনকে সময়োপযোগী করে খসড়া বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর নিয়োগবিধি অনুমোদন করা হয়েছে। নির্মাণ এবং মেরামত ব্যবস্থাপনা ইউনিটকে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়েছে।

১৮। MDG লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য শিশু মৃত্যুহার কাঙ্খিত হারে কমিয়ে আনতে সক্ষম হওয়ায় জাতিসংঘ কর্তৃক বাংলাদেশ পুরস্কৃত হয়েছে। গত সেপ্টেম্বর ২০১০ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ পুরস্কার গ্রহণ করেছেন। স্বাস্থ্য উন্নয়নে সরকারি পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১১ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ''ডিজিটাল হেলথ ফর ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট'' শীর্ষক সাউথ -সাউথ এওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। ইপিআই কার্যক্রমের সাফল্যের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২৯তম সম্মেলনে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক আ.ফ.ম. রুহুল হক-কে এশিয়ার ১১টি দেশের প্রতিনিধি হিসেবে ২০১২-২০১৪ মেয়াদ GAVI বোর্ডের সম্মানিত সদস্য মনোনীত করা হয়েছে। ইতোপূর্বে বাংলাদেশের পক্ষে সফল স্বাস্থ্য মন্ত্রী অধ্যাপক আ.ফ.ম. রুহুল হক-কে Vaccination কার্যক্রমের ধারাবাহিক সাফল্যের জন্য GAVI Award প্রদান করা হয়েছে।

১৯। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে ব্যাপক বিনিয়োগের মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন ও নতুন অবকাঠামো নির্মাণ অব্যাহত আছে। জনগণের প্রত্যাশা ও সরকারি সম্পদের সাথে সঙ্গতি রেখে দেশের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে সেবার মান ও পরিধি বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে ২০০টি নতুন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। পর্যায়ক্রমে সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ এবং সকল জেলা হাসপাতাল ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা হবে। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোতে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। তিনস্তর বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালী করে গড়ে তুলে এদের মধ্যে একটি রেফারেল ব্যবস্থা সৃষ্টি করা হবে। জেলা পর্যায়ের সাথে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রবর্তন করা হবে জেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং উচ্চতর রেফারেল সংযোগ। এছাড়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমের মাধ্যমে পুষ্টি সেবাকে মূল ধারায় সম্পৃক্ত করে সারাদেশে পুষ্টি কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে উর্বরতার হার (TFR) Replacement Level এ নেয়ার জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে। গরীব রোগীদের মান সম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি পর্যায়ে পাইলট হিসাবে স্বাস্থ্যবীমা চালুর বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে।

২০। সার্বিক ভাবে ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ-বছর ছিল বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে একটি মাইল ফলক। মাতৃ ও শিশু মৃত্যু হ্রাস, সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ, অবকাঠামো উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্য জনশক্তির উন্নয়ন, তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগে স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্য প্রশাসন গতিশীলকরণ, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও পুরস্কার লাভ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে অগ্রগতি এবং বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন দেশের স্বাস্থ্য চিত্র অনেকাংশে বদলে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এ দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়নশীল দেশ গুলোর জন্য উদাহরণ হিসেবে পরিণত হয়েছে।